48 50

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রশংসনীয় নামকরণ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নবনির্মিত হলের নামকরণ করা হয়েছে প্রয়াত জাহানারা ইমামের নামে। গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো অনেক আগেই এ নামকরণের দাবি জানিয়েছিল।

একাত্তরের ঘাতক-দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধকে পুনরায় জাগ্রত করার সংগ্রামে আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল তারকা হয়ে আছেন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে স্বাধীনতার মহান চেতনা পৌঁছে দেয়ার কাজে তিনি স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। আজ তার মৃত্যুদিবস। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার আগেই নবনির্মিত তিন নম্বর হলের নামকরণ করেছেন জাহানারা ইমামের নামে। এ সম্মান তার প্রাপ্য। জাহানারা ইমামের মতো মহীয়সী নারীকে সম্মানিত করে আমরা নিজেরাও সম্মানিত হতে পারি; পারি তার সংগ্রাম ও সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

এদিকে সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট আরেকটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বীরকন্যা প্রীতিলতার নামে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নবনির্মিত হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে। কিন্তু এই নামকরণ নিয়ে ওখানকার মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির ওজর আপত্তি তুলছে, পেশীশক্তি প্রদর্শনের কর্মসূচি নিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও শিবিরের জঙ্গী কর্মীরা ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অন্যায় আব্দার জুড়ে দিয়ে গোল বাধানোর চেষ্টা করেছে। প্রথম কথা হলো একটি নতুন হলের নামকরণ কি হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের। তাছাড়া বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে আমাদের চট্টগ্রামের 'বীরকন্যা'র নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী হোস্টেলের নামকরণ তো খুবই সঙ্গত। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যেরই অংশ।

আমরা মনে করি স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের কঠোরভাবে এ কথাগুলো জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন। জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাকে অভিনন্দন জানাই। মানুষের মুক্তিসংগ্রামের ত্যাগী ও সাহসী সেনানীদের কর্ম ও স্মৃতিকে আমরা উজ্জ্বল আলোয় অম্লান দেখতে চাই।